



U-TURN JOB ACADEMY

"Change your study plan with us for a better Career"

All in One জব ব্যাচ

লেকচার শিট -০১

বিষয়: বাংলাদেশ বিষয়াবলি-০১

টপিক

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস, ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন



BCS, Bank, প্রাইমারি, নিবন্ধন ও ১১-২০ গ্রেড-সহ
অন্যান্য সকল চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি এক প্লাটফর্মে।

U-TURN

01324-995500

www.uturnjobacademy.com



Follow - U-turn Job Academy
(Facebook Page)

Scan Here for
More Details!



01324-995500



বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদ (Janapadas of ancient Bengal)

বাংলা নামের একটি অঞ্চল দেশের জন্ম একবারে হয়নি। এর যাত্রা শুরু হয় জনপদগুলোর মধ্য দিয়ে। উৎকীর্ণ শিলালিপি ও বিভিন্ন সাহিত্যগ্রন্থে প্রায় ষোলোটি জনপদের কথা জানা যায়।

প্রাচীন জনপদ	বর্তমান অঞ্চল
গৌড়	মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত) ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ (বাংলাদেশ)
বঙ্গ	ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও পটুয়াখালী (বাংলাদেশ)
পুন্ড্র	বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী ও মালদহ (বাংলাদেশ-ভারত)
হরিকেল	সিলেট, চট্টগ্রাম, ও পার্বত্য চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ)
সমতট	কুমিল্লা, নোয়াখালী ও ত্রিপুরার কিয়দংশ (বাংলাদেশ-ভারত)
বরেন্দ্র	রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের অধিকাংশ এবং মালদহ জেলা (বাংলাদেশ-ভারত)
তাম্রলিপ্ত	মেদিনীপুর ও তৎসংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চল (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)
চন্দ্রদ্বীপ	বরিশাল, খুলনা ও সংলগ্ন উপকূলীয় দ্বীপপুঞ্জ (বাংলাদেশ)
উত্তর রাঢ়	মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার অংশ বিশেষ (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)
দক্ষিণ রাঢ়	হাওড়া, মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার অংশ (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)
বাংলা বা বাঙলা	সমগ্র বাংলা অঞ্চল (আধুনিক বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)

বিভিন্ন জাতি ও তাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

জাতির নাম	বিবরণ
বাঙালি জাতি	বাঙালি জাতির উৎপত্তি (Origin of Bengali Race) সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- প্রাক-আর্য (অনার্য) জনগোষ্ঠী এবং আর্য জনগোষ্ঠী। আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী মূলত নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনিয় এই চারটি শাখায় বিভক্ত ছিল। নিগ্রোদের মতো দেহযুক্ত এক আদিম জাতি এদেশে বসবাস করত। এরাই কোল, ভিল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি উপজাতির পূর্বপুরুষ। অস্ট্রিক জাতি থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ তাদের 'নিষাদ জাতি' বলে থাকেন। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে বাংলায় প্রবেশ করে অস্ট্রিক জাতি নেগ্রিটোদের উৎখাত করে।
অনার্য জাতি	অস্ট্রিক জাতির সমকালে বা কিছু পরে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড় জাতি (দক্ষিণ ভারতের আদি অধিবাসী) এদেশে আসে এবং সভ্যতায় উন্নততর বলে তাঁরা অস্ট্রিক জাতিকে গ্রাস করে জাতির সংমিশ্রণ ঘটে। অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জাতির সাথে মঙ্গোলীয় বা ভোটচীনিয় আগমন ঘটে বলে বাঙালির রক্তে এদের মিশ্রণ উল্লেখযোগ্য নয়। পারো, কোচ, ত্রিপুরা, চাকমা ইত্যাদি এই গোষ্ঠীভুক্ত। অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর মিশ্রণে যে জাতির প্রবাহ চলছিল, তার সাথে আর্য জাতি এসে সংযুক্ত হয়ে গড়ে তুলেছে বাঙালি জাতি।
আর্য জাতি	আর্যদের আদিনিবাস ছিল ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে বর্তমান মধ্য এশিয়া-ইরানে। ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন ঘটেছিল খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ অব্দে। সম্ভবত খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে বা তার কিছু আগে আর্যরা বাংলায় আসতে শুরু করে। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দিকে সেনাধিপতির আরবীয়রা ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে বাঙালি জাতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়। তাদের অনুকরণে নেগ্রিটো রক্তবাহী হাবশিরাও এদেশে আসে। এমনিভাবে অন্তত দেড় হাজার বছরের অনুশীলন, গ্রহণ, বর্জন এবং রূপান্তরকরণের মাধ্যমে বাঙালি জাতি গড়ে উঠে।

বিগত সালের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

1. ভাষা-পরিবার অনুযায়ী সাঁওতাল জনগোষ্ঠী প্রধানত কোন পরিবার ভুক্ত? [বিসিএস- ৪৯ তম]
ক. ইন্দো-আর্য
খ. দ্রাবিড়
গ. অস্ট্রিক-অস্ট্রো এসিয়াটিক (মুন্ডা)
ঘ. তিব্বত-বর্মী উত্তর: গ
2. বাঙ্গালি উপভাষা অঞ্চল কোনটি? [বিসিএস- ৪৮ তম]
ক. নদীয়া খ. ত্রিপুরা
গ. পুরুলিয়া ঘ. বরিশাল উত্তর: ঘ
3. প্রাচীন 'হরিকেল জনপদটি' কোন কোন বিভাগ সমন্বয়ে গঠিত? [বিসিএস-৫০তম]
ক. রাজশাহী ও রংপুর খ. চট্টগ্রাম ও সিলেট
গ. রাজশাহী ও খুলনা ঘ. খুলনা ও ঢাকা উত্তর: খ
4. বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কী?/বাংলার প্রাচীনতম জায়গা কোনটি? / বাংলার প্রাচীন জনপদ কোনটি? [৪৪তম বিসিএস]।
ক. পুন্ড্র খ. তাম্রলিঙ্গ
গ. গৌড় ঘ. হরিকেল উত্তর: ক
5. বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বসতি কোনটি? / বাংলাদেশের প্রাচীনতম শহর - ৪১তম বিসিএস।
ক. ময়নামতি খ. পুন্ড্রবর্ধন
গ. পাহাড়পুর ঘ. সোনারগাঁও উত্তর: খ
6. বাংলাদেশের প্রাচীনতম জনপদ কোনটি?।[এনএসআই'র অফিস সহায়ক:২১]।
ক. মহাস্থানগড় খ. পাহাড়পুর গ.
ময়নামতি ঘ. উয়ারী বটেশ্বর উত্তর: ক
7. 'মহাস্থানগড় এবং প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধন নগরী একই' এটি শনাক্তকরণ করেন কে? [কর্মসংস্থান ব্যাংকের অফিসার]।
ক. কানিংহাম খ. মার্শাল
গ. রাখালদাস ঘ. রেনেল উত্তর: ক
8. বগুড়া প্রাচীন বাংলার কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত?।[স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট: ২৩]
ক. পুন্ড্র খ. বরেন্দ্র
গ. হরিকেল ঘ. গৌড় উত্তর: ক
9. প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে গঙ্গা ও করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের জনপদকে কী বলা হতো?
ক. বরেন্দ্র খ. সমতট
গ. হরিকেল ঘ. পুন্ড্র উত্তর: ক
10. বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত।[প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক: ১৮]।
ক. সুন্দরবন
খ. মধুপুর ও ভাওয়াল গড়
গ. ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়
ঘ. রাজশাহী বিভাগের উত্তর-পশ্চিমাংশ উত্তর: ঘ
11. প্রাচীন বাংলার পুন্ড্র নামটি ছিল একটি? [ডাচ-বাংলা ব্যাংকের প্রবেশনারী অফিসার: ১২]।
ক. জনপদের খ. প্রদেশের
গ. গ্রামের ঘ. নগরের উত্তর: ক
12. বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম কী ছিল?।[ডাক বিভাগের পোস্টম্যান: ২৩]।
ক. সমতট খ. পুন্ড্র
গ. বরেন্দ্র ঘ. গৌড় উত্তর: ক
13. শালবন বিহার প্রত্নস্থলটি কোন জনপদে অবস্থিত।[পার্বত্য জেলা পরিষদের সহকারী পরিদর্শক: ২৩]।
ক. বঙ্গ খ. সমতট
গ. রাঢ় ঘ. পুন্ড্র উত্তর: খ
14. প্রাচীন রাঢ় জনপদ অবস্থিত? [শ্রম পরিদপ্তরের শ্রম অফিসার: ৯৬]।
ক. বগুড়া খ. কুমিল্লা
গ. বর্ধমান ঘ. বরিশাল উত্তর: গ
15. প্রাচীন বাংলার কোন অঞ্চলটি পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল?।[১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন]।
ক. হরিকেল খ. সমতট
গ. বরেন্দ্র ঘ. রাঢ় উত্তর: ক
16. সিলেট জেলা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল? [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ক্র্যাফট ইন্সট্রাক্টর: ২১]।
ক. বরেন্দ্র খ. পুন্ড্র
গ. হরিকেল ঘ. গৌড় উত্তর: গ
17. প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ'র বর্তমান নাম।[৩০তম বিসিএস]।
ক. মালদ্বীপ খ. সন্দ্বীপ
গ. বরিশাল ঘ. হাতিয়া উত্তর: গ
18. উয়ারী-বটেশ্বর গ্রামে কোন সময়ে নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল? [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক: ১৯]।
ক. পাঁচ কোটি বছর আগে
খ. তিন কোটি বছর আগে
গ. দুইশত বছর আগে
ঘ. আড়াই হাজার বছর আগে উত্তর: ঘ
19. বাংলার প্রাচীনতম বন্দরের নাম কী? / [হুগলীর প্রাচীন নাম কী? (ঢাবি: ১৮-১৯)।
ক. তাম্রলিঙ্গ খ. চন্দ্রকেতুগড়
গ. গঙ্গারিডাই ঘ. সমন্দর উত্তর: ক

প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্য

মৌর্য সাম্রাজ্য

ক. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সাম্রাজ্যের নাম মৌর্য সাম্রাজ্য। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৪- ৩০০ অব্দ) মগধের সিংহাসনে আরোহণের মাধ্যমে ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভারতের প্রথম সম্রাট। পাটলিপুত্র ছিল তাঁর রাজধানী। তিনি চাণক্য নামে তক্ষশীলার এক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তক্ষশীলা নগরী ছিল অধুনা পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে অবস্থিত একটি প্রাচীন বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। চাণক্যের ছদ্মনাম কৌটিল্য, যা তিনি তাঁর বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্র' এ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রশাসন ও কূটনীতিকৌশলের সার সংক্ষেপ এই অর্থশাস্ত্র। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলিউকাসকে পরাজিত করে উপমহাদেশ হতে গ্রিকদের তাড়িয়ে দেন।
খ. সম্রাট অশোক	(খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩- ২৩২ অব্দ) বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। অঞ্চলটি মৌর্যদের একটি প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন পুণ্ড্রনগর ছিল এ প্রদেশের রাজধানী। 'কলিঙ্গের যুদ্ধ' সম্রাট অশোকের জীবনে ছিল এক মাইলস্টোন। যুদ্ধে কলিঙ্গ রাজ সম্পূর্ণ পরাজিত হন এবং এক লক্ষ লোক নিহত হয়। কলিঙ্গ যুদ্ধের রক্তস্রোত অশোকের মনে গভীর বেদনার রেখাপাত করে। তখন কৃতকর্মের অনুশোচনায় মুহ্যমান অশোক বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনামলে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি পায়। তাঁর চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মের মর্যাদা পায়। এজন্য তাঁকে 'বৌদ্ধধর্মের কনস্ট্যানটাইন' বলা হয়।

কুশাণ সাম্রাজ্য

কনিষ্ক ছিলেন কুশাণ রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর চিকিৎসক ছিলেন চরক। চরক আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির সর্বপ্রথম সংকলনগ্রন্থ রচনা করেন, যা 'চরক সংহিতা' নামে সর্বাধিক পরিচিত।

গুপ্ত সাম্রাজ্য

ভারতের ইতিহাসে গুপ্তযুগ সামগ্রিকভাবে 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে খ্যাত। এ যুগে ভারতের কলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছায়। এ যুগের ভাস্কর্যকে ধ্রুপদী ভাস্কর্য বলা হয়। ৬ষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে ভারতে বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতি হুনদের আক্রমণে টুকরো টুকরো হয়ে যায় গুপ্ত সাম্রাজ্য।

নাম	বিস্তারিত তথ্য
১ম চন্দ্রগুপ্ত	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০-৩৪০ খ্রি.) ছিলেন ভারতে গুপ্তবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।
সমুদ্র গুপ্ত	গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। প্রাচীন 'ভারতের নেপোলিয়ন' বলা হয়। তাঁর আমলে 'সমতট' ব্যতীত বাকি সব জনপদ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। কাব্য রচনার জন্য তিনি 'কথিরাজ' উপাধি লাভ করেন।
২য় চন্দ্রগুপ্ত	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০-৪১৫ খ্রি.) সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসেন। তিনি মালবের উজ্জয়িনীতে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। 'বিক্রমাদিত্য' ছিল তাঁর উপাধি। তাঁর শাসনকালে গুপ্ত সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃত হয়। অনেক প্রতিভাবান ও গুণী ব্যক্তি চন্দ্রগুপ্তের দরবারে সমবেত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান নয়জনকে 'নবরত্ন' বলা হয়। যথা- কালিদাস, অমরসিংহ, বরাহমিহির প্রমুখ। মহাকবি কালিদাস সংস্কৃত ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। তাঁর রচনাবলির মধ্যে মালবিকাগ্নিমিত্র, অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক, রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব মহাকাব্য এবং মেঘদূত ও ঋতুসংহার গীতিকাব্য সাহিত্যমাধুর্যে অতুলনীয়। অমরসিংহ ছিলেন সংস্কৃত কবি, ব্যাকরণবিদ এবং প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধান প্রণেতা। তাঁর প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধান 'অমরকোষ'। বরাহমিহির ছিলেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বৃহৎ সংহিতা'।
কুমার গুপ্ত/শত্রুতাদিত্য	তাঁর রাজত্বকালে ভারতের বিহার রাজ্যে নালন্দা মহাবিহার স্থাপিত হয়। এটি একটি প্রাচীন উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র। ১১৯৩ সালে বখতিয়ার খলজি এই বিহার ধ্বংস করে দেন। ২০১৪ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় চালু করা হয়।
স্কন্দগুপ্ত	হুনদের আক্রমণ প্রতিহত করে সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করেন। তিনি ছিলেন গুপ্ত বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী নরপতি।

স্বাধীন বঙ্গ ও গৌড় রাজ্য

গুপ্তবংশের পতনের পর খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বাংলায় দুটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়।

১) বঙ্গ রাজ্য: দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে ছিল এর অবস্থান। গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামে তিন জন রাজা 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করে স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য শাসন করতেন।

২) গৌড় রাজ্য: বাংলার পশ্চিম এবং উত্তরাঞ্চল জুড়ে ছিল এর অবস্থান। গুপ্ত রাজাদের অধীনে বড় কোনো অঞ্চলের শাসনকর্তাকে বলা হত 'মহাসামন্ত'। শশাঙ্ক ছিলেন গুপ্ত রাজা মহাসেন গুপ্তের একজন মহাসামন্ত। শশাঙ্ক ৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে গৌড় অঞ্চলে ক্ষমতা দখল করে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোকে গৌড় নামে একত্রিত করেন। শশাঙ্কের উপাধি ছিল রাজাধিরাজ। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা। শশাঙ্ক রাজধানী স্থাপন করেন কর্ণসুবর্ণে। এটি ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায়।

পুষ্যভূতি রাজ্য

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি ঘটে। এদের মধ্যে বর্তমান পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলে পুষ্যভূতি রাজ্যের অভ্যুদয় অন্যতম।

হর্ষবর্ধন (৬০৬ - ৬৪৭ খ্রি.) পুষ্যভূতি বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন বানভট্ট। বানভট্টের বিখ্যাত গ্রন্থ 'হর্ষচরিত'।

মাৎস্যন্যায় (Matsyanyayam)

শশাঙ্কের পর দীর্ঘদিন বাংলায় কোনো যোগ্য শাসক ছিলনা। ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় শাসন শক্তভাবে ধরার মত কেউ ছিলনা। সামন্ত রাজারা প্রত্যেকেই বাংলার রাজা হওয়ার কল্পনায় অস্ত্র নিয়ে বাঁপিয়ে পড়তে থাকেন। এ অরাজকতাপূর্ণ সময় (৭ম-৮ম) শতক কে পাল তাম্র শাসনে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'মাৎস্যন্যায়' বলে। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম' কাব্যেও পাল বংশের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়ের বাংলার নৈরাজ্যিক অবস্থাকে মাৎস্যন্যায়ম্ বলে উল্লেখ করা হয়। পুকুরে বড় মাছগুলো শক্তির দাপটে ছোট মাছ ধরে ধরে খেয়ে ফেলার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে বলে 'মাৎস্যন্যায়'। বাংলার সবল অধিপতিরা এমনি করে ছোট ছোট অঞ্চলগুলোকে গ্রাস করেছিল।

পাল বংশ (Pala Dynasty)

পাল রাজত্বের উত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলার অরাজক পরিস্থিতির অবসান ঘটে। বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু হয় পাল বংশের রাজত্বকালে। পাল বংশের রাজারা একটানা চারশত বছর এদেশ শাসন করেন। এত দীর্ঘ সময় আর কোনো রাজবংশ এদেশ শাসন করেনি। পাল বংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। পাল রাজাদের পিতৃভূমি ছিল বরেন্দ্র।

নাম	তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য
গোপাল (৭৫৬-৭৮১ খ্রি.)	গোপাল ছিলেন পাল বংশের প্রথম রাজা। তিনি ৭৫০ থেকে ৭৮১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। গোপাল বাংলার শতবর্ষব্যাপী চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর করে শাসনভার গ্রহণের জন্য সুপরিচিত।
ধর্মপাল (৭৮১-৮২১ খ্রি.)	ধর্মপাল ছিলেন পাল রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। বিক্রমশীল তাঁর উপাধি। তিনি পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গোপালের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ছিলেন। আনুমানিক ৭৮১ থেকে ৮২১ খ্রিষ্টাব্দ (মতান্তরে ৭৭০-৮১০ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত তিনি দীর্ঘ ৪০ বছর রাজত্ব করেন।
প্রথম মহীপাল (৯৯৫-১০৪৩ খ্রি.)	প্রথম মহীপাল এর সময়ে তালপাতায় অঙ্কিত চিত্রসম্বলিত বৌদ্ধ গ্রন্থ 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' পাণ্ডুলিপির বারোটি রঙ্গিন চিত্র বঙ্গীয় চিত্রকলার প্রাচীনতম নিদর্শন।
দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭৫-১০৮০ খ্রি.)	অনেকে শুধু জেলে সম্প্রদায়কে কৈবর্ত বললেও প্রকৃতপক্ষে জেলে, কৃষক এবং শ্রমজীবী মানুষকে সাধারণত কৈবর্ত বলা হতো। পাল রাজাদের এক সামন্ত দিব্যর নেতৃত্বে কৈবর্তরা রাজ্যের বরেন্দ্রীয় অংশ দখল করে নেয়। কৈবর্ত বিদ্রোহকে অনেক সময় বরেন্দ্র বিদ্রোহ বা সামন্ত বিদ্রোহও বলা হয়ে থাকে। ইতিহাসবিদদের অনেকে নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার 'দিবর দিঘী'কে কৈবর্তদের কীর্তি বলে মনে করেন। দিঘির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে গ্রানাইট প্রস্তরে নির্মিত 'দিব্যক জয়ন্তস্ত'।
মদনপাল (১১৪৩-১১৬২ খ্রি.)	মদনপাল ছিলেন পাল বংশের সর্বশেষ রাজা। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ধ্যাকর নন্দী সংস্কৃত কাব্য 'রামচরিতম' রচনা করেন। এই কাব্যে যুগপৎ হিন্দু ধর্মের অবতার রামচন্দ্র এবং পাল রাজা রামপালের চরিত্রকথা বর্ণিত হয়েছে

সেন রাজাদের ইতিহাস

সামন্ত সেন	সামন্ত সেন ছিলেন বাংলায় সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে বৃদ্ধ বয়সে বাংলায় আসেন। তিনি প্রথমে বসতি স্থাপন করেন রাঢ় অঞ্চলে গঙ্গা নদীর তীরে। তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করায় সেন বংশের প্রথম রাজার মর্যাদা দেওয়া হয় সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেনকে। সেন বংশের রাজারা ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী।
বিজয় সেন (১০৯৮-১১৬০ খ্রি.)	বিজয় সেন ছিলেন সেন বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনিই সম্ভবত সামন্তরাজা থেকে নিজেকে স্বাধীন রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে অবস্থিত বিজয়পুর ছিল তাঁর প্রথম রাজধানী। তিনি দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে।
বল্লাল সেন (১১৬০-১১৭৮ খ্রি.)	বল্লাল সেন বাংলায় সমাজ সংস্কার বিশেষ করে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক হিসাবে পরিচিত। তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত ও লেখক। দানসাগর এবং অদ্ভুতসাগর তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। অবশ্য অদ্ভুতসাগর গ্রন্থটির অসমাপ্ত অংশ তাঁর পুত্র লক্ষণ সেন সম্পূর্ণ করেছিলেন।
লক্ষণ সেন (১১৭৮-১২০৬ খ্রি.)	ছিলেন সেন বংশের সর্বশেষ স্বাধীন রাজা। ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে (ত্রয়োদশ শতাব্দীতে) ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি লক্ষণ সেনের নিকট থেকে নদীয়া (বাংলা) দখল করেন। ফলে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। বখতিয়ার খলজি আফগানিস্তানের গরমশির বা আধুনিক দশত ই মার্গের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন জাতিতে তুর্কি, বংশে খলজি এবং বৃত্তিতে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। বখতিয়ার খলজি ১২০৫ সালে সেনদের অন্যতম রাজধানী লক্ষণাবতী (গৌড়) অধিকার করেন। এ সময় থেকেই লক্ষণাবতীর নাম হয়।

দক্ষিণ পূর্ব বাংলার স্বাধীন রাজ্য

পাল যুগের অধিকাংশ সময়েই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা স্বাধীন ছিল। তখন এ অঞ্চলটি ছিল বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত। ঐ সময় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা শাসন করতেন- খড়গ বংশ, দেব বংশ, কান্তিদেবের রাজ্য, চন্দ্র বংশ এবং বর্ম বংশ।

খড়্গ বংশ: সপ্তম শতকে খড়্গ বংশের রাজারা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের রাজধানীর নাম ছিল কৰ্মান্ত-বসাক।

বিগত সালের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত "সোমপুর বিহার" এর প্রতিষ্ঠাতা কে? [বিসিএস- ৪৮ তম]
ক. গোপাল খ. ধর্মপাল
গ. মহীপাল ঘ. বিগ্রহপাল উত্তর: খ
 ২. পাহাড়পুরের 'সোমপুর মহাবিহার' বাংলার কোন শাসন আমলের স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন? [বিসিএস- ৪৬]
ক. মৌর্য খ. পাল
গ. গুপ্ত ঘ. চন্দ্র উত্তর: খ
 ৩. গঙ্গারিডাই বা গঙ্গারিডি সম্পর্কে জানার উৎস? [রাকাব'র সিনিয়র অফিসার]।
ক. হিন্দু ধর্মগ্রন্থ
খ. বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ
গ. গ্রিক লেখকদের বিবরণ
ঘ. চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ উত্তর: গ
 ৪. গঙ্গারিডাই রাজ্যের অন্তিমকালে গ্রিক সেনাপতি ছিলেন- [জনতা ব্যাংকের অফিসার (ক্যাশ): ০৮]।
ক. ফিলিপ খ. নেপোলিয়ন
গ. আলেকজান্ডার ঘ. সিজার উত্তর: গ
 ৫. প্রাচীন বাংলা মৌর্য শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কে? / মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? / মৌর্য বংশের প্রথম সম্রাট কে?[৪০তম বিসিএস]
ক. অশোক মৌর্য খ. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
গ. সমুদ্র গুপ্ত ঘ. কোনটিই না উত্তর: খ
 ৬. কোন যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম প্রত্যক্ষ করে মহারাজ অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন? / কোন যুদ্ধের কারণে সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন?। দুদকের সহকারী পরিচালক: ০১]
ক. হিদাম্পিসের যুদ্ধ খ. কলিংগের যুদ্ধ
গ. মেবারের যুদ্ধ ঘ. পানিপথের যুদ্ধ উত্তর: খ
 ৭. চাণক্য কার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন? [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর: ২১]।
ক. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ. প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
গ. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ঘ. সমুদ্রগুপ্ত উত্তর: ক

৪. মৌর্য বংশের শেষ সম্রাট কে? [ডাক বিভাগের পোস্টমাস্টার: ১৬]।
 ক. বৃহদ্রথ খ. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
 গ. মহাবীর ঘ. অশোক উত্তর: ক

৯. মহাকবি কালিদাস যে যুগের কবি ছিলেন? [গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সহকারী তথ্য অফিসার: ১৩]।
 ক. পাল খ. সেন
 গ. মৌর্য ঘ. গুপ্ত উত্তর: ঘ

১০. প্রাচীন বাংলার কতটি রাজ্য ছিল? / প্রাচীন বাংলায় কতটি স্বাধীন রাজ্য ছিল? [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক: ১১]।
 ক. ২ টি (বঙ্গ ও গৌড়) খ. ৩ টি
 গ. ৪ টি ঘ. ৫ টি উত্তর: ক

১১. 'মহারাজাধিরাজ' পদবি কারা গ্রহণ করেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক: ১৯]।
 ক. আকবর, হুমায়ুন ও জাহাঙ্গীর
 গ. গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব
 খ. ধর্মপাল ও গোপাল
 ঘ. ইলিয়াস শাহ, তুগলক ও জালালউদ্দিন উত্তর: গ

১২. প্রাচীন জনপদগুলোকে একত্রিত করে গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন কে? / স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন কে? [১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন]।
 ক. ধর্মপাল খ. লক্ষ্মণ সেন
 গ. শশাঙ্ক ঘ. ইলিয়াস শাহ উত্তর: গ

১৩. কে গৌড়ের স্বাধীন নরপতি ছিলেন? / প্রাচীন বাংলার প্রথম নরপতি কে? [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক]।
 ক. শশাঙ্ক খ. বর্মন
 গ. ভাস্কর ঘ. দেবগুপ্ত উত্তর: ক

১৪. মাৎস্যন্যায় বাংলায় কোন সময়কাল নির্দেশ করে? [পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ডাটা প্রসেসিং অপারেটর: ০২]।
 ক. ৫ম - ৬ষ্ঠ শতক খ. ৬ষ্ঠ - ৭ম শতক
 গ. ৭ম - ৮ম শতক ঘ. ৮ম - ৯ম শতক উত্তর: গ

১৫. বাংলার প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজত্বের নাম কী?/ বাংলার দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ কোনটি? [ডাক বিভাগের পোস্টাল অপারেটর: ২৩]।
 ক. পাল বংশ খ. সেন বংশ
 গ. ভুইয়া বংশ ঘ. গুপ্ত বংশ উত্তর: ক

১৬. বরেন্দ্র যে রাজাদের পিতৃভূমি বাংলাদেশ রেলওয়ের সহকারী কমান্ডেন্ট: ০৭]।
 ক. পাল রাজা খ. সেন রাজা
 গ. চন্দ্র রাজা ঘ. খড়্গরাজা উত্তর: ক

১৭. বাংলার প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু করেন কে?। [জাককানইবি: ১৬-১৭]।
 ক. গোপাল খ. রামপাল

১৮. পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন? [পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণার্থী: ১০]।
 ক. গোপাল খ. ধর্মপাল
 গ. রামপাল ঘ. দেবপাল উত্তর: খ

১৯. মহাস্থবীর শীলভদ্র কোন মহাবিহারের আচার্য ছিলেন? [৩৫তম বিসিএস]।
 ক. আনন্দ বিহার খ. নালন্দা বিহার
 গ. গোসিপো বিহার ঘ. সোমপুর বিহার উত্তর: খ

২০. অতীশ দীপঙ্কর বাংলাদেশের বর্তমান কোন জেলার বাসিন্দা ছিলেন? [ডাক অধিদপ্তরের বিল্ডিং ওভারশিয়ার]।
 ক. ফরিদপুর খ. টাঙ্গাইল
 গ. মুন্সিগঞ্জ ঘ. চট্টগ্রাম উত্তর: গ

২১. সেন বংশের প্রথম রাজা কে? / সেন বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? [জাবি: ১৬-১৭]
 ক. হেমন্ত সেন খ. বল্লাল সেন
 গ. বিজয় সেন ঘ. সামন্ত সেন উত্তর: ক

২২. কৌলিন্য প্রথা বাংলায় প্রবর্তন করেন। ডাক বিভাগের মেইল অপারেটর: ১৭)
 ক. লক্ষ্মণ সেন খ. বল্লাল সেন
 গ. বিজয় সেন ঘ. শ্রী চৈতন্য দেব উত্তর: খ

২৩. 'অসমাগুত অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থটি কে সমাপ্ত করেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক: ১৯]।
 ক. লক্ষ্মণ সেন খ. বল্লাল সেন
 গ. আলাউদ্দিন খলজি ঘ. সম্রাট আকবর উত্তর: ক

২৪. বাংলায় সেন বংশের শেষ শাসনকর্তা ছিলেন? / সেন বংশের সর্বশেষ রাজা কে ছিলেন? [৪১তম বিসিএস]।
 ক. হেমন্ত সেন খ. বল্লাল সেন
 গ. লক্ষ্মণ সেন ঘ. কেশব সেন উত্তর: ঘ

২৫. পাল শাসনামলে রচিত একটি কাব্য হলো [রাজউকের ইমারত পরিদর্শক: ১৪]।
 ক. গীতগোবিন্দ খ. মনসামঙ্গল
 গ. চন্দীমঙ্গল ঘ. রামচরিত উত্তর: ঘ

২৬. তালপাতার পুঁথিচিত্র কোন যুগের নিদর্শন?। [বিকিবি'র সিনিয়র অফিসার: ১৭]।
 ক. পাল যুগ খ. সেন যুগ
 গ. গুপ্ত যুগ ঘ. কুষাণ যুগ উত্তর: ক

২৭. হর্ষবর্ধনের সভাকবি?। [বিআরইবি'র সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর: ১৭]।
 ক. কালিদাস খ. বানভট্ট
 গ. মেগাস্থিনিস ঘ. সন্ধ্যাকর নদী উত্তর: খ

28. বাংলার প্রাচীন পাল রাজবংশ কোন ধর্মাবলম্বী?। [ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী ড্রিলিং প্রকৌশলী]।

ক. হিন্দু খ. জৈন্
গ. বৌদ্ধ ঘ. খ্রিস্টান উত্তর: গ

29. বিজয় সেনের প্রথম রাজধানী [পানি উন্নয়ন বোর্ডের উচ্চমান সহকারী]

ক. হুগলী খ. নদীয়া
গ. মুন্সীগঞ্জ ঘ. বিক্রমপুর উত্তর: ক

ইতিহাসে বাংলা আগমনকারী প্রধান প্রধান বিদেশী পরিব্রাজক, তাঁদের আগমনকাল এবং তৎকালীন শাসকদের পর্যায়ক্রমিক তালিকাঃ

নাম	আগমনকাল
মেগাস্থিনিস (গ্রিস)	খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতক তৎকালীন শাসক: চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
ফা-হিয়েন (চীন)	৫ম শতক তৎকালীন শাসক: দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য)
হিউয়েন সাং (চীন)	৭ম শতক তৎকালীন শাসক: হর্ষবর্ধন (গৌড়ে রাজা শশাঙ্ক)
ইৎসিং (চীন)	৭ম শতক তৎকালীন শাসক: পরবর্তী গুপ্ত শাসক / পাল বংশের সূচনা পর্ব
সুলতান মাহমুদ আল-মাসুদি (আরব)	১০ম শতক তৎকালীন শাসক: পাল রাজবংশ
ইবনে বতুতা (মরক্কো)	১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দ (১৪শ শতক) তৎকালীন শাসক: ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ (সোনারগাঁও)
মা হুয়ান (চীন)	১৫শ শতক তৎকালীন শাসক: গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
নিকোলো দে কন্টি (ইতালি)	১৫শ শতক তৎকালীন শাসক: রাজা গণেশ / জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ
দুয়ার্তে বারবোসা (পর্তুগাল)	১৬শ শতক তৎকালীন শাসক: আলাউদ্দিন হোসেন শাহ

ভারতবর্ষে মুসলিম অভিযান

মুহাম্মদ বিন কাসিম	৭১২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। তিনিই প্রথম ভারত উপমহাদেশে ইসলামি শক্তির আবির্ভাব ঘটান। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন।
মাহমুদ গযনভী	১০২৬ সালে তিনি গুজরাটে অবস্থিত 'সোমনাথ মন্দির' আক্রমণ করেন। এছাড়াও তিনি ভারতে সর্বমোট ১৭ বার আক্রমণ করেন। তাঁর সভাকবি ছিলেন শাহনামা কাব্যের রচয়িতা ফেরদৌসি (প্রাচ্যের হোমার)। ভারততত্ত্ব গ্রন্থের রচয়িতা আল বেরুনী তাঁর রাজসভার সদস্য ছিলেন।
মুহাম্মদ ঘুরী	১১৯১ সালে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে রাজা পৃথ্বিরাজের নিকট পরাজিত হন। কিন্তু ১১৯২ সালে পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করে ভারতে তুর্কি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাম্মদ ঘুরীর সেনাপতি ছিলেন তাঁর দাস কুতুবুদ্দিন আইবেক। যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর কুতুবুদ্দিন আইবেকের হাতে ভারত উপমহাদেশের দায়িত্ব দিয়ে তিনি গজনী চলে যান। মুহাম্মদ ঘুরীর পূর্বে কোনো মুসলিম সেনাপতি স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষ শাসনের ভিত্তি স্থাপন করতে পারেন নি।

বিগত সালের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. আরবদের আক্রমণের সময় সিন্ধু দেশের রাজা ছিলেন
সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা: ১৬।
ক. মানসিংহ ‘খ. জয়পাল
গ. দাহির ‘ঘ. দাউদ উত্তর: গ
 ২. প্রথম সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি কে ছিলেন? / প্রথম
মুসলিম সিন্ধু বিজেতা ছিলেন। কাস্টস হাউসের সিপাই: ।
ক. ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ খ. ইলিয়াস শাহ
গ. মুহাম্মাদ ঘুরী ঘ. মুহাম্মদ বিন কাসিম
উত্তর: ঘ
 ৩. সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে কে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম
প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন?(প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান
শিক্ষক ৯২।
ক. হাজ্জাজ-বিন-ইউসূফ খ. মুহাম্মদ বিন কাসিম
গ. মুহাম্মদ ঘুরী ঘ. বখতিয়ার খলজি উত্তর: খ
 ৪. বাংলার প্রথম মুসলিম অভিযান পরিচালনা করেন?
বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ইন্সট্রাক্টর: ১৮।
ক. হাজ্জাজ বিন ইউসূফ খ. মুহাম্মদ বিন কাসিম
গ. মুহাম্মদ ঘুরী ঘ. বখতিয়ার খলজি উত্তর: ঘ
 ৫. ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন?
।দুদক'র সহকারী পরিদর্শক: ০৮।
ক. মুহাম্মদ বিন কাসিম খ. সুলতান মাহমুদ
গ. মুহাম্মদ ঘুরী ঘ. গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ উত্তর: গ
 ৬. বখতিয়ার খলজি বঙ্গ বিজয়ের সময়ে বাংলার শাসক
ছিলেন (পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক: ৯৪।
ক. লক্ষ্মণ সেন খ. বিজয় সেন
গ. বল্লাল সেন ঘ. কেউই নন উত্তর: ক
 ৭. হযরত শাহজালাল (রহ.) কোন শাসককে পরাজিত করে
সিলেটে আযান ধ্বনি দিয়েছিলেন? ।সমাজসেবা
অধিদপ্তরের সমাজসেবা অফিসার।
ক. বিক্রমাদিত্য খ. কৃষ্ণচন্দ্র
গ. গৌর গোবিন্দ ঘ. লক্ষ্মণ সেন উত্তর: গ
 ৮. কত সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলা
জয় করেন? / বখতিয়ার খলজি কত সালে লক্ষ্মণাবতী জয়
করেন? ।৩০তম বিসিএস)
ক. ১২১২ খ. ১২০০
গ. ১২০৪ ঘ. ১২১১ উত্তর: গ
 ৯. মুহাম্মদ ঘুরী ও পৃথীরাজ চৌহানের মধ্যে দ্বিতীয় তরাইনের
যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? (১০ম বিজেএস।
ক. ১১৯০ খ. ১১৯২
গ. ১২০৬ ঘ. ১১২ উত্তর: খ

দিল্লী সালতানাত

দাস বংশ

কুতুবউদ্দিন আইবেক

মুহাম্মদ ঘুরীর একজন ক্রীতদাস ছিলেন। উপমহাদেশে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা। দানশীলতার জন্য তাঁকে 'লাখবক্স' উপাধি দেওয়া হয়। তাঁর অনুমতিতেই ১২০৪ সালে ইখতিয়ারউদ্দিন বাংলায় অভিযান পরিচালনা করে লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করেন। বিখ্যাত সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকির নামানুসারে কুতুব মিনার নির্মাণ করেন। কিন্তু তিনি এর কাজ সমাপ্ত করতে পারেন নি।

শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ

কুতুবউদ্দিন আইবেকের জামাতা ছিলেন। দিল্লী সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মুসলিম শাসকদের মধ্যে প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন ও কুতুব মিনার নির্মাণের কাজটি সমাপ্ত করেন। উপাধি সুলতান-ই-আযম (বাগদাদের খলিফা কর্তৃক খেতাব)। তিনি ৪০ জন সেনাপতির নেতৃত্বে বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করেন যাদের ইতিহাসে 'বিশিষ্ট চল্লিশ' বলা হয়।

- সুলতানা রাজিয়া-দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত প্রথম মুসলিম নারী। মাত্র চার বছর পরেই তিনি সিংহাসনচ্যুত হন।
- নাসিরউদ্দিন মাহমুদ- ফকির বাদশাহ নামে পরিচিত। কুরআন নকল ও টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।
- গিয়াসউদ্দিন বলবন-বিদ্যোৎসাহী ও গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমীর খসরু তাঁর দরবারের সদস্য ছিলেন।

খলদী বংশ

ইখতিয়ার উদ্দিন	○ ১২০৪ সালে (ত্রয়োদশ শতাব্দী) বাংলায় অভিযান পরিচালনা করে লক্ষণ সেনকে পরাজিত করেন। ○ দিনাজপুরের দেবকোটে রাজধানী স্থাপন করেন। ○ ১২০৬ সালে তিব্বত অভিযানে মারা যান।
গিয়াসউদ্দিন খিলজি	মুসলিম শাসকদের মধ্যে সর্বপ্রথম শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করেন।
	○ ইবনে বততা তাঁকে দিল্লির শ্রেষ্ঠ সলতান বলেছেন।

আলাউদ্দিন খলজি	○ তিনি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম নির্ধারণ করে দেন ও দক্ষিণ ভারত জয় করেন। ○ বিখ্যাত ‘আলাই দরওয়াজা’ তাঁর কীর্তি। ○ তাঁর আমলেই ভারতে দাস প্রথা সৃষ্টি হয়। ○ মঙ্গোলীয় আক্রমণ প্রতিহত করতে তিনি বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করেন। ○ ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের মত তিনিও ঘোষণা করেন ‘আমিই রাষ্ট্র’।
----------------	--

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (খিলজী ও দিল্লি সালতানাত)

- ১২০৬–১৫২৬ প্রায় ৩২০ বছর দিল্লি সালতানাত স্থায়ী ছিল। ১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের কাছে দিল্লি সালতানাতের পতন হয়।
- বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রথম ধাপ ছিল ১২০৪–১৩৩৮ সাল। এই সময় বাংলায় ঘনঘন বিদ্রোহ হওয়ায় ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী বাংলার নাম দেন ‘বুগলাকপুর’ বা ‘বিদ্রোহের নগরী’।

তুঘলক বংশ

১. গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা)

২. মুহাম্মদ বিন তুঘলক রাজধানী দিল্লি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন। যদিও পুনরায় দিল্লিতেই ফিরে আসেন। সোনা-রূপার মুদ্রার ভাঙনি হিসেবে ‘তামার মুদ্রা’ প্রচলন করেন।

তিনি ১৩৫৩ সালে বঙ্গ আক্রমণ করলে ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দুর্গটি অধিকার করতে না পেরে ইলিয়াস শাহ ও তাঁর সন্তান সিকান্দার শাহের সাথে বাধ্য হয়ে দুটি পৃথক সন্ধি করেন।

৩. ফিরোজ শাহ তুঘলক

৪. মাহমুদ শাহ তুঘলক

তুঘলক বংশের শেষ সুলতান।

বিখ্যাত তুর্কি বীর তৈমুর লং (একটি পা খোঁড়া) ১৩৯৮ সালে ভারত আক্রমণ করলে তাকে বাধা দেওয়ার মত ক্ষমতা মাহমুদ শাহর ছিল না। ফলে তৈমুর বিনা বাধায় ভারতে প্রবেশ করে ও প্রায় তিন মাস হত্যা-লুণ্ঠন করে স্বদেশে ফিরে যায়।

বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসন

ইলিয়াস শাহী শাসন

১. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ	দিল্লির অধীন শাসক ‘বাহরাম খাঁ’কে হত্যা করে তিনি (সোনারগাঁওর ক্ষমতা) (পূর্বে নাম) ১৩৩৮ সালে সোনারগাঁয়ের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান। তবে তিনি পুরো বাংলা জয় করতে পারেননি। চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রাজপথ তৈরি করেন।
২. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ	১৩৫২ সালে তিনি পুরো বাংলা জয় করেন। এজন্য তাঁকে ‘শাহ-ই-বাঙালা’ উপাধি দেয়া হয়। ‘বাঙালি’ শব্দটি তাঁর আমলেই প্রথম ব্যবহৃত হয়। একজন দূরদর্শী অভিভাবক হিসেবে দিল্লির সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। তিনিই প্রথম উপাধি গ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের পরিচয় তুলে ধরেন। পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, গৌড়ের কোতোয়ালি দরজা ইত্যাদি নির্মাণ করেন।
৩. সিকান্দার শাহ	পিতার মৃত্যুর পর সিকান্দার শাহ সিংহাসন গ্রহণ করেন। তিনি বাংলা সালতানাতের ভূখণ্ডকে সুসংহত ও প্রসারিত করতে থাকেন, যা ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। তাঁর রাজত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ১৩৫৯ সালে দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের দ্বারা বাংলায় দ্বিতীয়বার আক্রমণ।
৪. গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আমলে ‘শাহনামা’ অনুবাদ ও ‘ইউসুফ জুলেখা’ গ্রন্থ রচিত হয়। ইরানের কবি হাফিজের সাথে তাঁর পত্রালাপ হয়েছিল।

হোসায়েন শাহী শাসন

আলাউদ্দিন হোসায়েন শাহ

গৌড়ের বিখ্যাত সোনা মসজিদ (ছোট সোনা মসজিদ) ও কদম রসুল ভবন নির্মাণ করেন। সম্রাটের বাবরের কাছে পরাজিত হয়ে সন্ধি করেন। তাঁর আমলে শ্রীধর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন।

স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। তাঁর উৎসাহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'মহাভারত' বাংলায় অনুবাদ ও শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। বৃন্দাবন ছিল এই ধর্ম প্রচারের অন্যতম কেন্দ্র। গৌড়ের 'ছোট সোনা মসজিদ' তাঁর আমলে নির্মিত হয়। হিন্দুরা হোসাইন শাহকে নৃপতি তিলক, জগৎ ভূষণ খেতাব দেয়। তাঁর আমলেই বাংলায় গজল ও সূফী সাহিত্যের বিকাশ ঘটে।

নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ

গৌড়ের বিখ্যাত সোনা মসজিদ (বারদুয়ারি মসজিদ) ও কদম রসুল ভবন নির্মাণ করেন। সম্রাট বাবরের কাছে পরাজিত হয়ে সন্ধি করেন। তাঁর আমলে শ্রীধর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন

গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ

বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান। ১৫৩৮ সালে শেরশাহ গৌড় দখল করে নেয় ও বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগের সমাপ্তি ঘটে। শেরশাহকে প্রতিরোধের জন্য তিনি পর্তুগীজদের সাহায্যপ্রার্থী হন।

বিগত সালের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা / ভারতে দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? / কোন শাসক ভারতে মুসলিম শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করেন?/ভারতে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন কে?। [দুদকের সহকারী পরিদর্শক: ক. মুহম্মদ বিন কাসিম
খ. মাহমুদ গজনী
গ. মুহম্মদ ঘুরী
ঘ. কুতুবউদ্দিন আইবেক উত্তর: ঘ]
২. 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' কে প্রতিষ্ঠা করেন? / 'চল্লিশ চক্র' কে প্রতিষ্ঠা করেন? [বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকের অফিসার]
ক. ইলতুৎমিশ খ. কুতুব উদ্দিন আইবেক
গ. সুলতান মাহমুদ ঘ. আরাম শাহ উত্তর: ক]
৩. ভারতে প্রথম মুদ্রা প্রবর্তন করেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক: ১৮]।
ক. লর্ড কর্নওয়ালিস
খ. মুহম্মদ ঘুরী
গ. মুহম্মদ বিন তুগলক
ঘ. শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ উত্তর: ঘ]
৪. দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত প্রথম মুসলিম নারী কে? [বিআইডব্লিউটিএ'র সহকারী পরিচালক: ২৩]।
ক. নূরজাহান খ. সুলতানা রাজিয়া
গ. মমতাজ ঘ. যোধ্যাবাঈ উত্তর: খ]
৫. দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম মুসলমান নারী সুলতানা রাজিয়া কার কন্যা ছিলেন? [বিআরইবি'র সহকারী পরিচালক: ১৬]।
ক. কুতুবউদ্দিন আইবেক

- খ. শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ
গ. গিয়াসউদ্দিন বলবন
ঘ. মুহম্মদ বিন তুগলক উত্তর: খ]
৬. রক্তপাত ও কঠোরনীতি কার শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল? [১২তম প্রভাষক নিবন্ধন]।
ক. সুলতানা রাজিয়া খ. নাসিবউদ্দিন মাহমুদ
গ. গিয়াসউদ্দিন বলবন ঘ. আলাউদ্দিন খলজি
উত্তর: গ]
৭. মুহম্মদ বিন তুঘলক রাজধানী স্থানান্তর করেন? [ডাক বিভাগের মেইল অপারেটর: ০৮]।
ক. করাচি খ. দেবগিরি
গ. নগরকোট ঘ. ঘোড়াশাল উত্তর: খ]
৮. বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে? / [বাংলায় স্বাধীন মুসলিম সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা কে? / বাংলায় স্বাধীন সুলতানী যুগের সূচনাকারী কে?। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক: ১৯]।
ক. নবাব আলীবর্দী খান খ. বখতিয়ার খলজি
গ. নবাব সিরাজউদ্দৌলা ঘ. ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ উত্তর: ঘ]
৯. কোন সুলতান সমগ্র বাংলার প্রথম অধিপতি হওয়ার পৌরব অর্জন করেন? [সমবায় অধিদপ্তরের সহকারী ফিল্ড অপারেটর: ১২]।
ক. ইলিয়াস শাহ খ. সিকান্দার শাহ
গ. আযম শাহ ঘ. হুসেন শাহ উত্তর: ক]

10. ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটে / কখন ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটে? [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার পরিকল্পনা সহকারী: ০৩]

ক. খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকে
খ. খ্রিষ্টীয় নবম শতকে
গ. খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে
ঘ. খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকে

উত্তর: গ

11. কোন শাসনামলে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল 'বাঙ্গলা' নামে অভিহিত হয়? / কার আমল থেকে প্রাচীন বাংলার সবগুলো জনপদই একত্রে 'বাংলা' নামে পরিচিতি লাভ করে? [৪৪তম বিসিএস]।

ক. মৌর্য
খ. গুপ্ত
গ. পাল
ঘ. মুসলিম

উত্তর: ঘ

12. পারস্যের কোন কবি গিয়াসউদ্দিন আজম শাহকে দিওয়ান লিখে পাঠিয়েছিলেন? [বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকের অফিসার: ০১]।

ক. শেখ সাদি
খ. ওমর খৈয়াম
গ. হাফিজ সিরাজী
ঘ. ফেরদৌসী

উত্তর: গ

13. কোন মুসলিম শাসনকালকে স্বর্ণযুগ বলা হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক: ১৯]।

ক. বখতিয়ার খলজি
খ. সম্রাট শাহজাহান
গ. হুসেন শাহী
ঘ. সম্রাট বাবর

উত্তর: গ

14. বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান কে ছিলেন? [বিএফআইডিসি'র সহকারী ব্যবস্থাপক: ১৩]।

ক. গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
খ. গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ
গ. ইলিয়াস শাহ
ঘ. নুসরাত শাহ

উত্তর: খ

15. কোন নৃপতি কবি হাফিজকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন?

ক. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ
খ. রুকনউদ্দিন বারবক
গ. ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ
ঘ. গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ

উত্তর: ঘ

মুঘল শাসন

১৫২৬ সালে ইব্রাহিম লোদীকে হারানোর মাধ্যমে বাবর ভারতবর্ষে মুঘল শাসনের সূচনা করেন। ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে আকবর বাংলায় মুঘল শাসনের শুরু করে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী আন্দোলনে ব্যর্থতার ফলে শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠানোর মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

মুঘল সাম্রাজ্যের শাসক মোট ১৭ জন। তবে তাদের মধ্যে অন্যতম ৬ জন। তাদের নাম মনে রাখার সূত্র- বাবার হইলো একবার জ্বর, সারিল ঔষধে (বাবর-humayun-আকবর-জাহাঙ্গীর-শাহজাহান-ঔরঙ্গজেব)।

বাবর (১৫২৬-১৫৩০)	১৪৮৩ সালে মধ্য এশিয়ার ফারগানায় জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন। ১৫২৬ সালে পানিপথের ১ম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাবরের অর্থ সিংহ। ১৫২৭ সালে রাজপুত রাজা সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করে গাজী উপাধি ধারণ করেন। তিনি পিতাক দিক থেকে তৈমুর লং ও মাতার দিক থেকে চেঙ্গিস খানের বংশধর। ফার্সি ভাষায় তাঁর রচিত আত্মজীবনী: তুজুক-ই-বাবরী (বাবরনামা)।
সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)	মাত্র ১৩ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পানিপথের ২য় যুদ্ধে হিমুকে হারিয়ে সাম্রাজ্য অটুট রাখেন। তিনি ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানীকে পরাজিত করে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। দীন-ই-ইলাহী নামে নতুন ধর্ম (১৮ জন অনুসারী), মনসবদারী প্রথা (সেনাবাহিনী সংস্কার পরিকল্পনা), বাংলা নববর্ষ (পারস্যের সৌর হিজরীর সহায়তায়) প্রচলন ও জিজিয়া-তীর্থ কর রহিত করেন। সমগ্র বাংলাদেশ তখন সুবা-ই-বাংলা নামে পরিচিত ছিল। আকবরের সমসাময়িক সেকেন্দার।
জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭)	১৬১২ সালে সমগ্র বাংলা মুঘলদের শাসনে আনয়ন করেন। তাঁর আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় আগমন করে। ইংরেজদের প্রথম দূত ছিলেন ক্যাপ্টেন হকিন্স। তিনি সম্রাটের ইস্টইন্ডিয়া বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি নেন। তিনি নিজের নামে মুদ্রা চালু করেন। তাঁর আমলে সুবেদার ইসলাম খান ঢাকা দখল করেন ও ঢাকার নাম দেন জাহাঙ্গীর নগর। তিনি নূরজাহান (মেহেরুন্নেসা) বিয়ে করেন। জীবনী গ্রন্থ 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'।

শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮)	এসময় স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে। স্থপতি নওয়াজিস খান ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করেন বা পারস্যের নাদির শাহ লুঠ করে। তাঁর অনুমতিক্রমে ইংরেজরা বাংলায় বাণিজ্য কুঠি (পিপলিতে) নির্মাণ করে।
হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৫৬)	১৫৪০ সালে কনৌজের যুদ্ধে শের শাহের (সূর বংশ) নিকট তিনি পরাস্ত হন। ১৫৫৫ সালে পারস্য সম্রাটের সহায়তায় পুনরায় রাজ্য ফিরে পান। গৌড়ের নামকরণ করেন জালাতাবাদ। তিনি দীন পানাহ নামক গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা যান।
ইতিহাসের মজার ঘটনা!!!	
১৫৩৯ সালে শের খাঁ বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে গৌড় দখল করে। সম্রাট হুমায়ুন শের খানের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা দেখে বাংলা অভিযানের প্রস্তুতি নেন ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা দেখে বাংলা অভিযানের প্রস্তুতি নেন। ১৫৩৯ সালে হুমায়ুন বাংলা জয় করে এর নাম দেন জালাতাবাদ। হুমায়ুনের বাংলা জয়ের সময় শের খান বিহার ও জৌনপুরের মোঘল অবস্থানগুলো জয় করে কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ফলে হুমায়ুনের দিল্লী যাওয়ার পথ অवरুদ্ধ হয়ে পড়ে ও ১৫৩৯ সালে চৌসার যুদ্ধে সংঘর্ষ হয়। যুদ্ধে হুমায়ুন চরমভাবে পরাজিত হয়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। পরাজিত হয়ে সম্রাট হুমায়ুন যখন ঘোড়াসহ গঙ্গায় ডুবে যাচ্ছিলেন, তখন নিজাম নামের এক সাধারণ ভিষ্টিওয়ালা (পানি বাহক) নিজের চামড়ার মশকের সাহায্যে হুমায়ুনকে নদী পার করে তাঁর প্রাণ রক্ষা করেন। পরবর্তীতে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিজামকে একদিনের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে আসীন করেন।)	
আওরঙ্গজেব আলমগীর (১৬৫৮-১৭০৭)	জিন্দাপীর নামে খ্যাত ছিলেন। ফতোয়া-ই আলমগীরি রচনা করেন। ভারতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ সম্রাট নামে খ্যাতি পান। তাঁর সুবেদার মীর জুমলা 'কুচবিহার' (আসামের অংশ) জয় করে এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করেন। এই সময়ে শিবাজীর উত্থান ঘটে।

মুঘল সম্রাট ও তাঁদের অবদান/কীর্তি

- বাবর: ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, উপমহাদেশে প্রথম কামান ব্যবহার।
- হুমায়ুন: গৌড়ের নামকরণ করেন জালাতাবাদ।
- আকবর: বুলন্দ দরওয়াজা, অমৃতসর স্বর্ণ মন্দির, মনসবদারী প্রথা, দ্বীন-ই-ইলাহী, বাংলা সন চালু, জিজিয়া ও তীর্থ কর রহিত।
- জাহাঙ্গীর: বারো ভূঁইয়া দমন, নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন, আশ্রয় দুর্গ।
- শাহজাহান: ময়ূর সিংহাসন তৈরি, তাজমহল, দিল্লির লালকেল্লা, দিল্লি জামে মসজিদ, শালিমার উদ্যান, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, মুকুটে কোহিনুর হীরা।
- আলমগীর: জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন, ফতোয়া আলমগীরি গ্রন্থ রচনা।
- শাহজাদা সুজা: বড় কাটরা ও ছোট কাটরা নির্মাণ।
- মানসিংহ (মুঘল সম্রাট: আকবর): বারো ভূঁইয়াদের সাথে যুদ্ধ করে পরাজিত হন।
- ইসলাম খান (মুঘল সম্রাট: সম্রাট জাহাঙ্গীর): বারো ভূঁইয়াদের দমন করে বাংলায় সুবেদারি শাসন ব্যবস্থা চালু করেন। ১৬১০ সালে রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন। ঢাকার নাম দেন জাহাঙ্গীরনগর। তিনি ধোলাই খাল (বুড়ি গঙ্গার শাখা) খনন করেন। নৌকা বাইচের প্রচলন করেন।
- কাশিম খান জুইনী (মুঘল সম্রাট: শাহজাহান): এ সময় পর্তুগিজদের অত্যাচার শুরু হয়

মুঘল আমলে বাংলার সুবেদার ও তাঁদের উল্লেখযোগ্য ঘটনা

মানসিংহ (মুঘল সম্রাট: আকবর) বারো ভূঁইয়াদের সাথে যুদ্ধ করে পরাজিত হন।

ইসলাম খান (মুঘল সম্রাট: সম্রাট জাহাঙ্গীর)

- বারো ভূঁইয়াদের দমন করে বাংলায় সুবেদারি শাসন ব্যবস্থা চালু করেন।
- ১৬১০ সালে রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন।
- ঢাকার নাম দেন জাহাঙ্গীরনগর।
- তিনি ধোলাই খাল (বালু নদীর ঢাল) খনন করেন।
- নৌকা বাইচের প্রচলন করেন।

কাশিম খান জুয়েনী (মুঘল সম্রাট: শাহজাহান)

এ সময় পর্তুগিজদের অত্যাচার বেড়ে গেলে সম্রাটের আদেশে তিনি পর্তুগিজদের হুগলি থেকে তাড়িয়ে দেন।

শাহ সুজা (আওরঙ্গজেবের ২য় ভ্রাতা) (মুঘল সম্রাট: শাহজাহান)

- ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্যের সুযোগ করে দেন।
- ঢাকার চকবাজারে বড় কাটরা নির্মাণ করেন।

মীর জুমলা (মুঘল সম্রাট: আওরঙ্গজেব)

- ঢাকা গেট নির্মাণ করেন। আসাম যুদ্ধে তাঁর ব্যবহৃত কামানটি বর্তমানে ওসমানী উদ্যানে সংরক্ষিত আছে।
- ১৬৬০ সালে রাজধানী রাজমহল থেকে পুনরায় ঢাকায় স্থানান্তর করেন।

শায়েস্তা খান (মুঘল সম্রাট: আওরঙ্গজেব)

- দুই দফায় মোট ২২ বছর বাংলা শাসন করেছিলেন।
- তিনি চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ দখল করেন। এসব অঞ্চল থেকে তিনি মগ ও জলদস্যুদের বিতাড়িত করেন।
- চট্টগ্রামের নাম দেন ইসলামাবাদ।
- তাঁর আমল স্থাপত্য শিল্পের জন্য বিখ্যাত। স্থাপত্য শিল্পের জন্য তাঁকে "মোঘলদের শাহজাহান" বলা হয়।
- তাঁর আমলে ঢাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত।
- তাঁর আমলে নির্মিত স্থাপত্যগুলো: ছোট কাটরা, লালবাগ কেল্লা, চক মসজিদ, সাত গম্বুজ মসজিদ।
- ইরান দুখত বা পরী বিবি ছিলেন তাঁর কন্যা।

বিগত সালের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- | | |
|---|---|
| 1. কোন খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতানি শাসনের অবসান হয়?
[প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক: ১৯]।
ক. ১৫২৬
গ. ১৫২৭
খ. ১৫২৮
ঘ. ১৫২৩
উত্তর: ক | 6. আকবর দিল্লির সিংহাসনে বসার সময় তার বয়স ছিল
।[গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সহকারী তথ্য অফিসার:
০৫]।
ক. ১৭ বছর
গ. ১৩ বছর
খ. ১৬ বছর
ঘ. ১৪ বছর
উত্তর: গ |
| 2. ঢাকা গেইট এর নির্মাতা কে? [বিসিএস- ৪৮ তম]
ক. শায়েস্তা খাঁ
গ. লর্ড কার্জন
খ. নবাব আবদুল গণি
ঘ. মীর জুমলা
উত্তর: ঘ | 7. 'দীন-ই-ইলাহী' প্রবর্তন করেন? [ইসলামী ব্যাংকের
অফিসার: ১১]।
ক. সম্রাট জাহাঙ্গীর
গ. সম্রাট আকবর
খ. সম্রাট শাহজাহা
ঘ. সম্রাট আওরঙ্গজেব
উত্তর: গ |
| 3. ভারতের কোন যুদ্ধে প্রথম কামানের ব্যবহার হয়?
ক. পলাশীর যুদ্ধে
খ. চৌসারের যুদ্ধে
গ. পানিপথের প্রথম যুদ্ধে
ঘ. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে
উত্তর: গ | 8. সম্রাট আকবরের ভূমি ব্যবস্থাপনার কৃতিত্বের স্বাক্ষর
রাখেন?
ক. আবদুল মজিদ
গ. শাহবাজ খান
খ. টোডরমল
ঘ. আবদুর রহমান
উত্তর: খ |
| 4. ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? [ডেসকোর
অফিস সহকারী: ১৯]।
ক. জাহাঙ্গীর
গ. বাবর
খ. আকবর
ঘ. হুমায়ুন
উত্তর: গ | 9. জিজিয়া ছিল?
ক. উৎসব কর
খ. বাণিজ্য কর
গ. অমুসলমানদের উপর ধার্য ভূমি কর
ঘ. অমুসলমানদের উপর ধার্য সামরিক কর
উত্তর: ঘ |
| 5. মুঘল সম্রাটদের মধ্যে কে প্রথম আত্মজীবনী লিখেছিলেন?
[৩৮তম বিসিএস]।
ক. আকবর
গ. শাহজাহান
খ. বাবর
ঘ. হুমায়ুন
উত্তর: খ | 10. কোন সালে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
ক. ১৫২৬
গ. ১৫৫৬
খ. ১৫২৫
ঘ. ১৭৬৩
উত্তর: গ |

- | | |
|--|--|
| <p>11. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কার কার মধ্যে সংঘটিত হয়?
 ক. বাবর ও ইব্রাহিম লোদী
 খ. হুমায়ুন ও শেরশাহ
 গ. আকবর ও হিমু
 ঘ. আকবর ও দাউদ খান উত্তর: গ</p> <p>12. খাসমহল, শীশমহল, জেসমিন মহল কে নির্মাণ করেন?
 [বিএসসি'র অফিসার: ২৩]।
 ক. আকবর খ. জাহাঙ্গীর
 গ. শাহজাহান ঘ. আওরঙ্গজেব উত্তর: গ</p> <p>13. তাজমহল কোন শতাব্দীতে তৈরি হয়েছিল? [প্রাথমিক
 বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক: ০৩]।
 ক. ষোড়শ খ. সপ্তদশ
 গ. অষ্টাদশ ঘ. উনবিংশ উত্তর: খ</p> <p>14. ফতোয়া-ই-আলমগীরী কোন মোঘল সম্রাট সম্পর্কীয়?
 [বাংলাদেশ রেলওয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী: ০৬]।
 ক. সম্রাট বাবর খ. সম্রাট আকবর
 গ. সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘ. সম্রাট আওরঙ্গজেব উত্তর: ঘ</p> | <p>15. কোন মুঘল সম্রাটকে জিন্দাপীর বলা হয়? [পরিবার
 পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার কল্যাণ সহকারী: ০৩]।
 ক. আকবর খ. শেরশাহ
 গ. শাহজাহান ঘ. আওরঙ্গজেব উত্তর: ঘ</p> <p>16. তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে কে কাকে পরাজিত করে? [শ্রম
 অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রার: ০১]।
 ক. বাবর ইব্রাহিম লোদীকে
 খ. আকবর হিমুকে
 গ. আকবর রানা প্রতাপকে
 ঘ. আহমদ শাহ আবদালি মারাঠাদের উত্তর: ঘ</p> <p>17. দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে নির্বাসিত করা হয়/ শেষ মুঘল
 সম্রাট বাহাদুর শাহের কবর কোথায়? [প্রাক-প্রাথমিক
 বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক: ১৫]।
 ক. আগ্রা খ. আন্দামান
 গ. লাহোর ঘ. রেঙ্গুন উত্তর: ঘ</p> <p>18. প্রথম পানিপথের যুদ্ধ কখন হয়? [মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের
 এমটিও: ১৩]
 ক. ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে
 গ. ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে উত্তর: গ</p> |
|--|--|

বাংলার নবাব

মুর্শিদকুলি খান	বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব। ১৭১৭ সালে বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। মুর্শিদকুলি খান দক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন। হাজী শফী নামক এক ব্যক্তি তাঁকে ক্রয় করে নাম দেন মোহাম্মদ হাদী। প্রথমে তিনি হায়দ্রাবাদের দেওয়ান ছিলেন। ১৭০০ সালে বাংলার দেওয়ানী লাভ করেন। ১৭১৭ সালে বাংলায় স্থায়ী সুবেদার নিযুক্ত হন এবং বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে স্থানান্তর করে নাম দেন মুর্শিদাবাদ। তাঁর কোনো পুত্রসন্তান না থাকায় জামাতা সুজাউদ্দিন বাংলার নবাব হন।
আলীবর্দি খান	মারাঠাদের হাত থেকে বাংলার জনগণকে রক্ষা করেন। মারাঠাদের আক্রমণ ইতিহাসে 'বর্গীর হামলা' নামে পরিচিত। সুজাউদ্দিনের পুত্র সরফরাজ খানের অযোগ্যতায় ১৭৪০ সালে বিহারের শাসনকর্তা আলীবর্দি খান বাংলা দখল করেন। সরফরাজ খানের অযোগ্যতায় বাংলা দখল করে নেন। তিনি মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ হতে বাংলার জনগণকে রক্ষা করেন। ১৭৫৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।
সিরাজউদ্দৌলা	১৭৫৬ সালে ইংরেজদের কাসিমবাজার কুঠি দখল ও কলকাতা জয় করে আলীনগর নাম দেন। ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের কাছে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হন। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব।
মীর জাফর	১৭৫৭ সালে ক্ষমতায় বসেন। ফকির-সন্ন্যাসীদের সহায়তা নিয়ে ১৭৬৪ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বক্সারের যুদ্ধ করেন। বাংলার রাজধানী মুন্সের স্থানান্তর করেন।
মীর কাশিম	বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশিমকে পরাজিত হলে পুনরায় মীর জাফরকে ক্ষমতায় বসানো হয়।
নাজমুদ্দৌলা	তাঁর মৃত্যুর পর ছেলে নাজমুদ্দৌলা নবাব হন। বাংলার শেষ নবাব। ১৭৬৫ সালে ইংরেজরা তাকে বাংলার মসনদে বসায়।

বিগত সালের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

1. বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন নবাব কে?/ বাংলায় স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন কে? [৪৪তম বিসিএস]।
ক. নবাব সিরাজউদ্দৌলা
খ. মুর্শিদকুলী খান
গ. ইলিয়াস শাহ
ঘ. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ উত্তর: খ
 2. বাংলায় প্রথম রাজস্ব সংস্কার করেন কে? / বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন। [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জুনিয়র শিক্ষক: ২১]।
ক. মুর্শিদকুলী খান
খ. শায়েস্তা খান
গ. কাসিম খান
ঘ. আলীবর্দী খান উত্তর: ক
 3. মুসলমান শাসনামলে এদেশে এসে অত্যাচার ও লুট করেছে কারা? [আনসার ও ভিডিপি'র সার্কেল অ্যাডজুটেন্ট]।
ক. জলদস্যুরা
খ. পর্তুগিজরা
গ. বর্গীরা
ঘ. ইংরেজরা উত্তর: গ
 4. নবাব সিরাজউদ্দৌলা কত বছর বয়সে বাংলার নবাব হোন?। [পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী প্রকৌশলী: ২২]।
ক. ২০ বছর
খ. ২১ বছর
গ. ২২ বছর
ঘ. ২৩ বছর উত্তর: গ
 5. পলাশীর যুদ্ধ কখন হয়েছিল? [৩৯তম বিসিএস]।
ক. ২৩ জুন, ১৭৫৭
খ. ২৫ জুলাই, ১৭৫৭
গ. ১৫ আগস্ট, ১৮৫৮
ঘ. ২৫ আগস্ট, ১৮৫৮
উত্তর: ক
 6. বঙ্গারের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?। [ডাক বিভাগের মেইল অপারেটর: ০৮]।
ক. ১৬৬০
খ. ১৭০৭
গ. ১৭৫৭
ঘ. ১৭৬৮ উত্তর: ঘ
 7. কোন নদীর তীরে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়? [জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ইউনিয়ন পরিষদ সচিব: ২৩]।
ক. হুগলী
খ. গঙ্গা
গ. দামোদর
ঘ. ভাগীরথী উত্তর: ঘ
 8. অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী কার তৈরি?। [সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা অফিসার]
ক. হলওয়েল
খ. মীর জাফর
গ. ক্লাইভ
ঘ. কর্নওয়ালিস উত্তর: ক
 9. কোন সুবাদারের সময় থেকে বাংলায় নবাবী শাসন শুরু হয়? / বাংলায় স্বাধীন নবাবী আমলের সূচনা করেন?
ক. ইসলাম খান
খ. মুর্শিদকুলী
গ. শায়েস্তা খান
ঘ. আলীবর্দী খান উত্তর: খ

মডেল টেস্ট

1. বাঙ্গালি উপভাষা অঞ্চল কোনটি?
ক. নদীয়া খ. ত্রিপুরা
গ. পুরুলিয়া ঘ. বরিশাল
 2. খাসমহল, শীশমহল, জেসমিন মহল কে নির্মাণ করেন?
ক. আকবর খ. জাহাঙ্গীর
গ. শাহজাহান ঘ. আওরঙ্গজেব
 3. বাংলাদেশের প্রাচীনতম জনপদ কোনটি?
ক. মহাস্থানগড় খ. পাহাড়পুর
গ. ময়নামতি ঘ. উয়ারী বটেশ্বর
 4. পাহাড়পুরের 'সোমপুর মহাবিহার' বাংলার কোন শাসন আমলের স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন?
ক. মৌর্য খ. পাল
গ. গুপ্ত ঘ. চন্দ্র
 5. প্রাচীন জনপদগুলোকে একত্রিত করে গোড়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন কে?
 - ক. ধর্মপাল খ. লক্ষ্মণ সেন
গ. শশাঙ্ক ঘ. ইলিয়াস শাহ
 6. বাংলার প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজত্বের নাম কী?
ক. পাল বংশ খ. সেন বংশ
গ. ভূইয়া বংশ ঘ. গুপ্ত বংশ
 7. কত সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় করেন?
ক. ১২১২ খ. ১২০০
গ. ১২০৪ ঘ. ১২১১
 8. দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম মুসলমান নারী সুলতানা রাজিয়া কার কন্যা ছিলেন?
ক. কুতুবউদ্দিন আইবক
খ. শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ
গ. গিয়াসউদ্দিন বলবন
ঘ. মুহম্মদ বিন তগলক

9. কোন মুসলিম শাসনকালকে স্বর্ণযুগ বলা হয়?
 ক. বখতিয়ার খলজি খ. সম্রাট শাহজাহান
 গ. হুসেন শাহী ঘ. সম্রাট বাবর
10. মুঘল সম্রাটদের মধ্যে কে প্রথম আত্মজীবনী লিখেছিলেন?
 ক. আকবর খ. বাবর
 গ. শাহজাহান ঘ. হুমায়ুন
11. প্রথম পানিপথের যুদ্ধ কখন হয়?
 ক. ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে
 গ. ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে
12. কোন নদীর তীরে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
 ক. হুগলী খ. গঙ্গা

- গ. দামোদর ঘ. ভাগীরথী
13. ভারতের কোন যুদ্ধে প্রথম কামানের ব্যবহার হয়?
 ক. পলাশীর যুদ্ধে খ. চৌসারের যুদ্ধে
 গ. পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ঘ. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে
14. বাংলার প্রথম মুসলিম অভিযান পরিচালনা করেন?
 ক. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খ. মুহম্মদ বিন কাসিম
 গ. মুহম্মদ ঘুরী ঘ. বখতিয়ার খলজি
15. বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান কে ছিলেন?
 ক. গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
 খ. গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ
 গ. ইলিয়াস শাহ
 ঘ. নুসরাত শাহ

Answer

1	ঘ	4	খ	7	গ	10	খ	13	গ
2	গ	5	গ	8	খ	11	গ	14	ঘ
3	ক	6	ক	9	গ	12	ঘ	15	খ



U-TURN JOB ACADEMY
 "Change your study plan with us for a better Career"







SA Nadid Sir
(Math + IQ)

Monzurul Hasan Sir
(GK + ICT)

Mijanur Rahman Sir
(English)

Oahad Sabuj Sir
(Bangla)

Munsur Rahman Sir
(Math)

 www.urnjobacademy.com

  **01324995500**

Facebook/Telegram
@urnjobacademy